আর·ডি প্রোডাকসন্সের
অপরিচিত
পরিচালনা · সলিল দত্ত

আর, ডি, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

অপরিচিত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **সলিল দত্ত**

প্রযোজনা : **দেবনাথ রায়**

কাহিনী : **সমরেশ বসু**

সঙ্গীত : **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

গীতালি দত্ত

চলচ্চিত্রায়ণ : বিজয় ঘোষ
শিল্পনির্দ্দেশনা : সতেন রায়চৌধুরী
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
শব্দগ্রহণে : বাণী দত্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল
রূপসজ্জা : বসীর আমেদ

গীত রচনা : প্রণব রায়, উমাশঙ্কর
কণ্ঠসঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সুবীর সেন
প্রচারসচিব : ফণীন্দ্র পাল
স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ
পরিস্ফুটন : অবনী রায় মোহন চট্টোপাধ্যায় তারাপদ চৌধুরী

কর্মসচিব : সমর ঘোষ
পটশিল্পী : কবি দাসগুপ্ত
প্রচার শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি
ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ
আবহ সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
নৃত্য-পরিকল্পনা : রবি দাস

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্ত্তী ॥ শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা ॥ চিত্রগ্রহণে : পঙ্কজ দাস ॥ সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ ॥ জয়দেব দাস ॥ শিল্প নির্দ্দেশনায় : শশাঙ্ক সান্যাল ॥ শব্দ গ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জ্জী ॥ রূপ সজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী ॥ সাজসজ্জায় : কার্ত্তিক লঙ্কা ॥ ব্যবস্থাপনায় : সুশীল দাস ॥ কার্ত্তিক দাস ॥ আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী ॥ অভিমন্যু দাস ॥ সুধীর সরকার ॥ অবনী নস্কর ॥ সুদর্শন দাস ॥ সন্তোষ সরকার ॥ দিলীপ ব্যানার্জ্জী ॥

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

রয়েল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব ॥ এ. কে. সরকার ॥ জে. এন. ভান ॥ রাজেন্দ্র সিং সিংহী ॥ কর্ণেল দেব ॥ অসীম দত্ত ॥ লেঃ কর্ণেল আর এন. বোস ॥ অনিল লাহা ॥ ভগীরথ কানোরিয়া ॥ পল্লব রায় ॥ অসিত এণ্ড অসিত ॥ ক্যাপিটল নার্সিং হোম ॥ সুভাষ বসু ॥ ডাঃ সুপ্রিয় সেনগুপ্ত ॥ হিরন্ময় বরাট ॥ ডাঃ মনীশ প্রধান ॥ কে. আর. বি. মেনন ॥ ডাঃ গোবিন্দলাল দাসগুপ্ত ॥ অসিত নন্দন চৌধুরী ॥ কল্পনা টকীজ (বহরমপুর) ॥ সলিল রাহা ॥

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিয়োতে গৃহীত এবং আর বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ॥

চরিত্র রূপায়ণে

★

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় * অপর্ণা সেন * সন্ধ্যা রায়

বিকাশ রায় * হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় * উৎপল দত্ত
দিলীপ রায় * তরুণ কুমার * বনানী চৌধুরী * মিতির
ভট্টাচার্য্য * দেবেশ ঘোষ * পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য * টনি
মেণ্ডিজ * তন্দ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য * রমেশ মুখার্জ্জী * বিষ্ণুপদ
ব্যানার্জ্জী * রবি দাস * ভোলানাথ কয়াল * কে. আর.
বি. মেনন * সুহাস ধর * অশনি শীল * বিশু চট্টোপাধ্যায়
মিঃ পাল * অমিয় ব্যানার্জ্জী * সৌরেন ব্যানার্জ্জী
নিমাই দত্ত * সাধন ঘোষ * অরুণ পাল * মালতী সেন

এবং

উত্তমকুমার

পরিবেশনা : **চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেড ॥**

কাহিনী

কলকাতার তথাকথিত একটি উচ্চ সমাজ। এ সমাজের প্রতিটি মানুষ জীবনে শান্তির অর্থ খুঁজে ফেরে খ্যাতি, সম্পদ, আর সুন্দরী নারী ও সুরার মধ্যে। নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন বিরাট শিল্পপতি প্রিয়নাথ দাস। আর তার জন্যেই নিজের রক্ষিতা সুনীতা নাগের তিনি বিয়ে দিতে চান শিবেন রায়ের সঙ্গে। জনসাধারণের চোখে একটু সাধু সাজার চেষ্টা আর কি। বীরেন্দ্রকিশোর--নামকরা সংবাদ পত্রের মালিক ও সম্পাদক এবং তৎসহ বহু প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এ বিষয়ে প্রিয়নাথ দাসকে যথেষ্ট সাহায্য করছেন। এ সাহায্যের কারণটা ঠিক বোঝা যায় না—তবে বোধ হয় প্রৌঢ় বীরেন্দ্রকিশোরের মনে সুনীতার ঝলমলে রূপটা একটা ছায়া ফেলেছে। নাহলে নিজের সেক্রেটারী শিবেন রায়কে টাকার বিনিময়ে এ বিয়েতে রাজী করানো এবং সুনীতাকে এ বিয়েতে বাধ্য করার জন্য ওঁর এতই বা আগ্রহ কেন?

বিরাট বনেদী বংশের ছেলে রঞ্জন মল্লিক আজ যেন এদের কাছে একটা বিভীষিকা। বড় লোকের ছেলে ব'য়ে গেলে যা হয়। সকলেই জানে রঞ্জন একটা গুণ্ডা, না পারে এমন কোন কাজ নেই। সেই রঞ্জন মল্লিক আজ সুনীতা নাগের প্রতি আসক্ত।

রঞ্জন মল্লিকের কবল থেকে সুনীতাকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে প্রিয়নাথ দাস সোজাসুজি সুনীতার সামনে দুটি প্রস্তাব রাখলেন। যার একটি-সুনীতাকে গ্রহণ করতেই হবে। সুনীতা যদি তার কথা মত শিবেন রায়কে বিয়ে করে, তাহলে তিনি আরো দেড়লাখ টাকা সুনীতাকে দেবেন, তা নাহলে যে বাড়ী গাড়ি ও প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সুনীতা ভোগ করছে তা ছাড়তে হবে। সুনীতা এবার কেমন যেন অসহায় বোধ করে। আর তার এই আগুনের মত ঝলমলে রূপটার মধ্যে যে কোথায় এক ফোঁটা কান্না লুকিয়ে আছে—সেটা অতি সহজেই বুঝতে পারে সুজিত। সুজিত হঠাৎ এসে পড়েছে এই সমাজের মধ্যে। শিশু বয়সে অনেক অত্যাচার আর অবহেলায় মনের ভারসাম্য সে হারিয়ে ফেলেছিল। ডাঃ ঘোষ তাকে সারিয়ে তুলেছেন। এসেছে সে আজ অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের জগতে। তার সহজ সরল হাবভাব– এ যুগে সম্পূর্ণ বেমানান। জ্ঞানের জগতের মানুষ তাকে বোকা বলে। উত্তরে সে সরল হাসি হেসে প্রশ্ন করে "চালাকী করে কি শান্তি পাওয়া যায়?" জ্ঞানের জগতের মানুষেরা তার উত্তর খুঁজে পায় না। সুনীতাকে দেখে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুজিত হঠাৎ বলে বসে—"আপনার চোখ দুটো কেমন যেন অসহায়, আর দুঃখী।" যেন ক্ষেপে যায় সুনীতা। সুজিতকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ী, গাড়ি, দাসদাসী ও প্রাচুর্য্য দেখিয়ে প্রশ্ন করে—"বলুন। কোথায় দেখলেন আমার অসহায়তা, কোথায় দেখলেন আমার দুঃখ?" সুজিত হেসে প্রশ্ন করে 'আপনি কি ছেলেবেলায় এই সুখের স্বপ্নই দেখেছিলেন?"

সুজিতের মনের দর্পনে সুনীতা যেন নিজের ছায়া দেখতে পায়। বাপ মা হারা ছোট মেয়েটাকে যেদিন এই অনাত্মীয় প্রিয়নাথ দাস নিয়ে আসে, সেদিন সেই মেয়েটার চোখে আর সব মেয়ের মতই স্বপ্ন ছিল। লেখাপড়া শিখবে, বড় হ'য়ে স্বামী পুত্র নিয়ে সুখের সংসার করবে। কিন্তু বড় হয়ে সে হঠাৎ একদিন নিজেকে আবিষ্কার করল সে প্রিয়নাথ দাসের আশ্রিতা নয় রক্ষিতা। সেদিন থেকেই তার জীবনের সব স্বপ্ন মুছে গেলো। কিন্তু সত্যিই কি তা মুছে গিয়েছিলো? তা যদি যাবে, তবে সেদিন তার বাড়ীর পার্টিতে সুনীতার মনের অবস্থা এমন হলো কেন? পার্টিত নয়, যেন একটা প্রকাশ্য নীলাম। সুনীতাই সামগ্রী। প্রিয়নাথ দাস দেড়লাখ টাকা দিয়ে তার জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চায়। সহ্য করতে পারেনা সুজিত মানবতার এ অপমান; সুনীতাকে সে বিয়ে করতে চায়। না, অর্থ দিয়ে নয়, সম্মান আর ভালবাসা দিয়ে। যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না সুনীতা। শিউরে ওঠে। তার মত একটা মেয়ের জন্যে এমন সুন্দর সরল একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। না, তা আর হোল না। ধূমকেতুর মত রঞ্জন মল্লিক এসে সুনীতাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় সকলের চোখের সামনে থেকে। দামের দুগুণ—তিনলাখ টাকা সে এনেছে সুনীতার জন্যে। বোধ হয় সুজিতকে বাঁচাবার জন্যই সুনীতা রঞ্জনের হাত ধরে চলে যায়।

রঞ্জনকে ভালবাসার আর যে কোন উপায় নেই সুনীতার। গোপনে সুজিতের কাছেই আবার ছুটে যায় সে—ছুটে যায় তার কাছেই—যে তাকে চিনেছে, যে তাকে সম্মান দিয়েছে। হয়ত ওরা সুখী হোত, শান্তি পেত। কিন্তু রঞ্জনের প্রেম যেন রাহুর প্রেম। সুজিতের ছায়াকে দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে চায় রঞ্জন। তবু সে ছায়া নড়েনা। সুনীতার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই বিচিত্র প্রেম, জীবনের এই আত্মবঞ্চনা, কি যেন পেয়ে-হারানোর বিষণ্ণতা তার মনে সংঘাতের ঢেউ তুললো। বিংশ-শতাব্দীর ঘূর্ণীর আবর্ত্তে পড়ে কি পরিণতি হ'লো সুনীতার ?

সহজ সরল সুজিৎ—এযুগের সভ্যসমাজের কাছে অযোগ্য. অপরিচিত লোকটি যে আশার প্রদীপ নিয়ে এসেছিল, তা কি অনির্ব্বাণ হয়ে রইলো, না, নেভা দীপের জ্বালা ও কালিমাটুকু বুকে ধরে স্তব্ধ এক জীবনের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো ?

এ যুগের আত্মপ্রবঞ্চনার মাঝখানে অতৃপ্ত এক জীবন-বোধের নাটক 'অপরিচিত'।

APARICHITO

(Unknown)

The story skirts round a materialistic Society where woman's youth is exchanged for wealth. Sunita, a helpless woman is reared up by Priyanath who pilots a proposal of her marriage with Siben in lieu of a fortune, to suit his own purpose.

Ranjan, the spoilt child of a rich man comes and wants to grab Sunita. But Sujit, who alone realises the inner conflict of Sunita's life appears and fires her imagination.

Tossed between the different waves of thought Sunita is enveloped by a cruel dilemma. She becomes an auctioned article to the men of wealth ; to Ranjan, a means for satisfying carnal desire ; to Sujit, an emblem of emitting the fragrance of love. She now feels that unlimited desires cannot be fulfilled by limited capacity. Ranjan appears and snatches away Sunita in order to rupture her relation with Sujit.

Sunita is unable to bear this mental repression. But the die seems now cast. It is a strange twist of fortune that Sunita is going to be sponged up by the unflinching passion of Ranjan.

Can Sujit be able to stop her from the brink of a precipice ? Can it also be feasible for Sunita to swim against the currents of obstacles ? Is it at all possible to reveal the enigma of her life ? These are problems to be pondered over.

গান

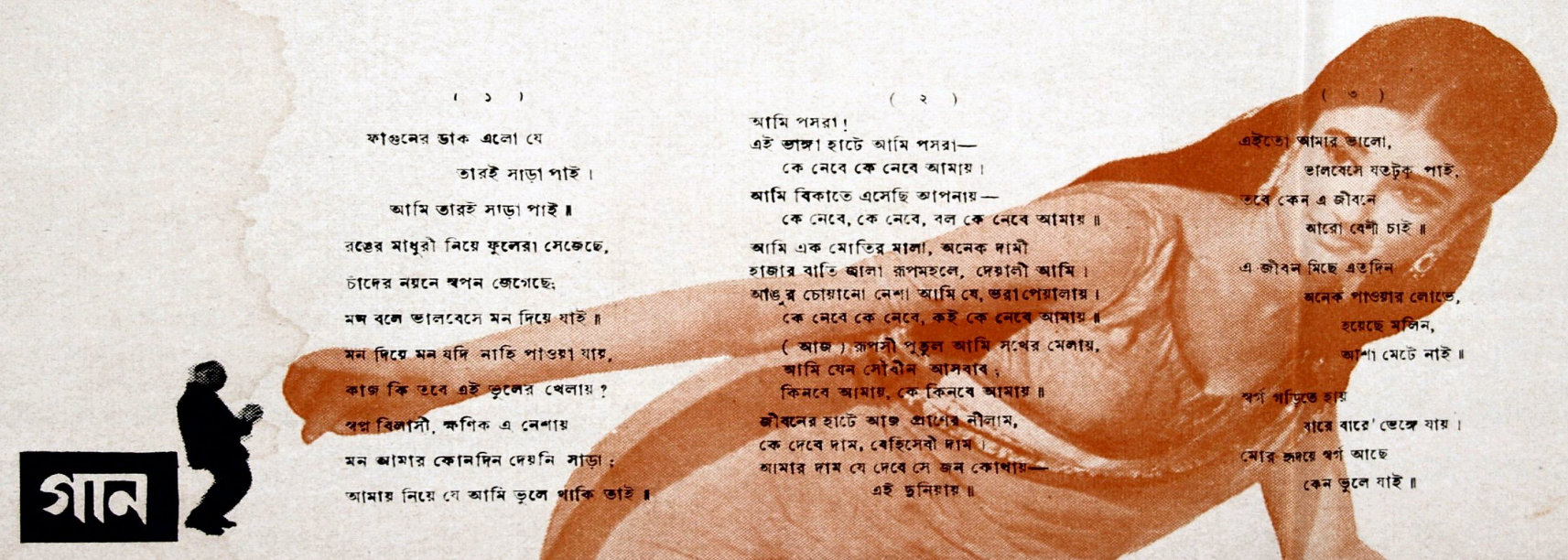

(১)

ফাগুনের ডাক এলো যে
তারই সাড়া পাই।
আমি তারই সাড়া পাই॥

রঙের মাধুরী নিয়ে ফুলেরা সেজেছে,
চাঁদের নয়নে স্বপন জেগেছে;
মন বলে ভালবেসে মন দিয়ে যাই॥

মন দিয়ে মন যদি নাহি পাওয়া যায়,
কাজ কি তবে এই ভুলের খেলায়?
স্বপ্ন বিলাসী, ক্ষণিক এ নেশায়
মন আমার কোনদিন দেয়নি সাড়া;
আমায় নিয়ে যে আমি ভুলে থাকি তাই॥

(২)

আমি পসরা!
এই ভাঙ্গা হাটে আমি পসরা—
কে নেবে কে নেবে আমায়।
আমি বিকাতে এসেছি আপনায়—
কে নেবে, কে নেবে, বল কে নেবে আমায়॥

আমি এক মোতির মালা, অনেক দামী
হাজার বাতি জ্বালা রূপমহলে, দেয়ালী আমি।
আঙুর চোয়ানো নেশা আমি যে, ভরা পেয়ালায়।
কে নেবে কে নেবে, কই কে নেবে আমায়॥

(আজ) রূপসী পুতুল আমি সখের মেলায়,
আমি যেন সৌখীন আসবাব;
কিনবে আমায়, কে কিনবে আমায়॥

জীবনের হাটে আজ প্রাণের নীলাম,
কে দেবে দাম, বেহিসেবী দাম।
আমার দাম যে দেবে সে জন কোথায়—
এই দুনিয়ায়॥

(৩)

এইতো আমার ভালো,
ভালবেসে যতটুক পাই,
তবে কেন এ জীবনে
আরো বেশী চাই॥

এ জীবন মিছে এতদিন
অনেক পাওয়ার লোভে,
হয়েছে মলিন,
আশা মেটে নাই॥

স্বর্গ গড়িতে হায়
বারে বারে' ভেঙ্গে যায়।
মোর হৃদয়ে স্বর্গ আছে
কেন ভুলে যাই॥

উত্তম·সুপ্রিয়া
অভিনীত
অনুরাধা ফিল্মসের· নরেন্দ্র মিত্র রচিত

বিলম্বিত লয়

পরিচালনা অগ্রগামী সঙ্গীত·নচিকেতা ঘোষ
রূপায়ণে· নির্মল·কণিকা·শ্যামল
পদ্মা· মৃণাল ও দীপা

বাঙলার চিত্রপরিবেশন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়

চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রাইভেট) লিঃ

যাঁদের পরিবেশনের ছবি মানেই জনপ্রিয় ছবি

সুচিত্রা·উত্তম
অভিনীত
ফিল্ম·জেম নিবেদিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
'নতুন তুলির টান' অবলম্বনে

নবরাগ

পরিচালনা • বিজয় বসু
সঙ্গীত·হেমন্ত মুখার্জী

সুচিত্রা·বসন্ত
অভিনীত
পবিত্র চ্যাটার্জী প্রযোজিত·পি·এস·ফিল্মসের
নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত

মেঘ কালো

পরিচালনা·সুশীল মুখার্জী·সঙ্গীত·পবিত্র চ্যাটার্জী
রূপায়ণে • বিকাশ·মলিনা·বনানী
রবীন·দীপক· সুব্রতা

Printed by The Imperial Art Cottage, Cal.-6.